শাহবাগে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর শাহবাগে ‘জুলাইযোদ্ধা সংসদ’-এর দুই গ্রুপের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে সৃষ্ট এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। আন্দোলনকারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলনের ফলে শাহবাগসহ আশপাশের এলাকায় চরম যানজট দেখা দিয়েছে।

জুলাই সনদ’ ও ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ বাস্তবায়নের দাবিতে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ‘জুলাইযোদ্ধা সংসদ’। এই আন্দোলনের মধ্যেই শুক্রবার (১ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে সংগঠনের দুটি অংশের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ও ধাক্কাধাক্কির পর সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে তা নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। তবে সন্ধ্যা নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

এর আগে বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ‘জুলাইযোদ্ধা সংসদ’-এর ব্যানারে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—জুলাই শহিদ ও যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, শহিদ পরিবারদের জন্য আজীবন সম্মানী ভাতা ও আইনগত সুরক্ষা, এবং একটি স্বাধীন ‘সত্য ও ন্যায় কমিশন’ গঠন।

দুই দিনের টানা অবরোধে শাহবাগ, কাটাবন, ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়, মৎস্যভবন ও নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে যানচলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শাহবাগ থানার সামনেই রুট পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে যানবাহনগুলো। এতে সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

আন্দোলনকারীরা স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে রেখেছেন শাহবাগ এলাকা—“জুলাই সনদ দিতে হবে”, “টালবাহানা চলবে না”—এসব শ্লোগানে চলছে তাদের অবস্থান কর্মসূচি।

সংগঠনের আহ্বায়ক আরমান শাফিন সাংবাদিকদের বলেন, “সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না। দেশের ৬৪ জেলা থেকে যোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যরা এখানে জড়ো হয়েছেন। নিজ নিজ খাবার-দাবার নিয়ে এসেছি। আমরা প্রস্তুত যতদিন লাগুক।”

শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যারিকেড সরাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ায় অবরোধকারীরা। সংঘর্ষের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।